

Linguistics Assignment 2

Zubair Abid
20171076

Question 1

Original Text:

A visit to a historical city is always an exciting experience. It is a fascinating adventure. I had one such experience during the last summer vacations, when I visited Delhi. New Delhi is the capital of India. It is a city of great historical importance of its own.

With my family, I reached Delhi by train. After some rest, we undertook a visit to Delhi. Delhi is a historical city. It has been called by different names in different periods of time. On one hand there are Red Fort, Jama Masjid, Jantar Mantar, Qutub Minar, India Gate which narrate the glorious past of India; while Rashtrapati Bhawan, Lotus Temple, Parliament, to name a few, are the wonders of modern times.

We visited the Red Fort first. The Red Fort is also known as Lal Quila and is the landmark of Delhi. It stands on the bank of river Yamuna. It was built by Shah Jehan in 1648. It is built using red stones. It consisted of Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas, Rang Mahal etc. Then we visited Raj Ghat, Parliament, India Gate and Lotus Temple.

Next day we visited the Qutub Minar. It is one of the beautiful and perfect towers in the world. It has a blend of pink, red and orange stone and many artistic carvings. It is a gem of architecture I liked it very much. Then we went to see the Iron Pillar and the Jama Masjid. The biggest of all masjids in India. We visited Jantar-mantar an old astrological lab.

By the evening, we had completed the tour of Delhi and returned back. I enjoyed my trip to the Delhi very much. It was really an unforgettable experience which apart from being intellectually rewarding gave us a glimpse of our country's proud history.

Translated Text:

কোনো ঐতিহাসিক শহর বেড়াতে যাওয়া সবসময়ই একটি উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা। বেশ আকর্ষণীয় লাগে। গত গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন আমরা দিল্লি বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন আমার এমনই একটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল। দিল্লি ভারতের রাজধানী। এটি একটি শহর যার নিজের বেশ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

পরিবারের সাথে, আমি ট্রেনে দিল্লি পৌঁছেছিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে, আমরা দিল্লি সফর শুরু করি। দিল্লি একটি ঐতিহাসিক শহর। এটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে। একদিকে রয়েছে লাল কেল্লা, জামে মসজিদ, জনতার মনতর, কুতুব মিনার, ইন্ডিয়া গেট যা ভারতের গৌরবময় অতীতকে বর্ণনা করে; আর অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি ভবন, লোটাস টেম্পল, পার্লামেন্ট, ইত্যাদি: আধুনিক সময়ের বিস্ময়কর বিষয়।

আমরা প্রথমে লাল কেল্লা (Red Fort) দেখতে গেলাম। লাল কেল্লাকে “Lal Quila”ও ডাকা হয় এবং এটি দিল্লির ল্যান্ডমার্ক। এটি যমুনা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকে। এটি শাহজাহান ১৬৪৮ সালে বানিয়েছিলেন। এটি লাল পাথর ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছিল। এটিতে দেওয়ান-এ-আম, দিওয়ান-এ-খাস, রঙ মহল ইত্যাদি আছে। তারপর আমরা রাজ ঘাট, পার্লামেন্ট, ইন্ডিয়া গেট এবং লোটাস মন্দির পরিদর্শন করি।

পরের দিন আমরা কুতুব মিনার পরিদর্শন গেলাম। এটি বিশ্বের অন্যতম সুন্দর এবং নিখুঁত টাওয়ার। এটি গোলাপী, লাল-কমলা পাথর এবং অনেক শৈল্পিক খোদাইয়ের মিশ্রণ। এই আর্কিটেকচারের রত্ন আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তারপরে আমরা লোহার স্তম্ভ এবং জামে মসজিদ দেখতে গেলাম। ভারতের সকল মসজিদের মধ্যে বৃহত্তম। আমরা জন্তর-মন্তর - একটি পুরাতন জ্যোতিষশাস্ত্র ল্যাব - গেলাম।

সন্ধ্যা নাগাদ আমরা দিল্লি সফর শেষ করে ফিরলাম। আমার দিল্লি সফরটি খুব পছন্দনীয় লেগেছে। এটি সত্যিই একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল যা বৌদ্ধিকভাবে পূরস্কৃত হওয়া ছাড়াও আমাদের দেশের গর্বিত ইতিহাসের এক ঝলক দিয়েছে।

Question 2

Original Article:

খাবারের যা উত্তম গুরুত্ব, তা অনেকেই ঠিকভাবে বোঝে না। বিশেষ করে আমাদের বয়েসের কলেজ যাওয়া ছেলে মেয়েরা, যারা সারাদিন খিল্লি মেরে বেড়ায় কিন্তু ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, সব ছেড়ে অদ্ভুত সময়ে যা কিছু খেয়ে বেড়ায়। কারণ শুধু খাওয়া হলে চলবে না, ঠিক থাকে খাবারও খেতে হয়।

লোকে অনেক কারণেই খাবার সময়ে খায় না, যতক্ষণ না পেট গুড় গুড় করে ওঠে। কাজের চাপ, পড়াশোনার চাপ, জীবনে এরকম অনেক কিছুই আছে যার জন্য লোকে খেতে ভুলে যায়, হোক তা কিছুকালের জন্যই না। কিন্তু আমাদের এটাও বোঝা উচিত যে এই করে আমরা নিজেদের শরীরকে ধ্বংস করে দিচ্ছি। একবার ভেবে দেখলেই হয়। আমরা থাই কেন? পুষ্টির জন্য, যাতে শরীর ঠিকভাবে চলতে ফিরতে পারে। তো যখন আমরা ঠিকভাবে খাচ্ছি না, তখন এই পুষ্টিটা আমরা ঠিক করে পাচ্ছি না - এবং এই কারণে আমাদের শরীরের খারাপ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশি হয়।

ডাক্তাররা বলে দিনে তিন বার না খেলেও, রোজ প্রায় একই সময়ে ঠিকভাবে খাওয়া - তিন বার হলে ভালো, ওর চেয়ে বেশিও চলে পুষ্টির প্রয়োজন মতো। এবং, সাধারণত তারা বলে সকালের খাবার - ব্রেকফাস্ট - মিস না করতে। বলতে, লোকদের এত খাওয়া উচিত যাতে তারা দিনে চলা ফেরা করার শক্তি পাই, বেশি খেয়ে ফেললে আমরা মোটা হয়ে যায় যাতে স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে উঠতে পারে, ও কম করে খেলে লোকেরা বেশি রোগ হয়, আর তাতেও অনেক অসুখ বিসুখ হয়। তার মানে এক শ্রমিক কে দিনে এক বাচ্চার চেয়ে অনেক বেশি খেতে হয়, এবং এক কাজ করা মানুষ বাড়িতে থাকা মানুষের চেয়ে বেশি খাওয়া উচিত। এই মাথায় রেখে যদি আমরা সবাই ঠিক ঠাক ভাবে নিজেদের দরকারের মতো খেয়ে চলি, তাহলে সবার স্বাস্থ্য একদম ঠিক হয়ে থাকবে।

Translated:

The importance of eating is often understated, many of us are unable to understand it to its fullest. Especially among college-going students our age, who screw about all day but are averse to eating breakfast and lunch and will end up eating the oddest of things at ungodly hours. Because it does not do just to eat, eating the right food is just as important.

People skip meals for all kinds of reasons, until their stomachs grumble. The stress of work, study pressure, life has many such factors which make people forget to eat, albeit it be for only a short amount of time. But we should note, while doing this, that this type of

behaviour/habit is wrecking our bodies. It's trivial just thinking of it. Why do we eat? For nutrition, so that our bodies can go about day to day activity in a regular manner. So when we do not eat well, then this nutrition is not gotten as well as it should have - and for this reason our bodies' probability of getting worse increases.

Doctors advise us to eat regularly - even if not three times a day, eating should be a regular, timely, well nutritioned affair. Eating three times a day is good, and a greater frequency may also be ideal if such is called for by the nutritional needs of the individual body. They also suggest that one does not miss the first meal of the day - breakfast. That said, people are supposed to eat such that their daily nutritional needs are well fulfilled according to the energy required by their day to day activity; to overeat would bring the issue of getting overweight which brings with it its own list of associated health problems, whereas to eat too little would lead to the condition of being underweight and possibly malnourished which also has far too many health risks. This means a labourer should eat much more than a child regularly, and similarly a working person needs to work more than one sedentary at home. Keeping all this in mind, we all should eat properly according to our own nutritional needs, so that we remain in the best of health.

Comparison of English and Bengali

Nuances in Indian Language constructions compared to English text

1. Syntax: **SVO vs SOV word order:**

Starting with the obvious, English is SVO while Bengali is SOV.

Eg: "We ^{Subject} visited ^{Verb} the Red Fort ^{Object} first" → "আমরা ^{Subject} প্রথমে লাল কেল্লা ^{Object} দেখতে
গেলাম ^{Verb}"

Analysis using common features found in Indian Languages

1. **Partial Word Reduplication**

This refers to a complete or partial repetition of a word/lexeme. The reduplication may add additional meaning.

Eg: অসুখ → sickness
অসুখ বিসুখ → various sicknesses

2. **Echo Formations**

A concatenation of a base word followed by an echo word. It is a partially repeated form of the base word, such that the initial sound or the initial syllable of the base word is replaced by another sound or another syllable.

Eg: ঠিক ঠাক → alright

3. **Misc Morphological Constructions:**

Where English has a lot of "helper words" used alongside a content word, a lot of this

information is added to bengali in the form of inflections.

Eg: "With my family" → "পরিবারের সাথে"

4. **Explicator Compound Verb**

A sequence of verbs V1 and V2 where the first is the main or preceding verb and the second member, though homophonous with an independent verb in the language, does not appear in its primary lexical meaning.

Eg: নিজদের দরকারের মতো খেয়ে চলি **খেয়ে চলি** → **eat [and go]** according to our needs

5. **Expressives**

A kind of Reduplication where iterated syllables are generally onomatopoeic in nature and derives its status of a word/lexem only after it is duplicated as the non-reduplicated syllable does not exist as a word.

Eg: "গুড় গুড়" → grumbling